ISSN Online : 2518-9530, ISSN Print : 1813-0372

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১৫ সংখ্যা : ৬০
অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১৯

مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা
www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

Google Scholar IOI JOURNALS MASTER LIST ROAD

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৫ সংখ্যা : ৬০

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০১৯

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.ilrcbd.org

সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭১৭-২২০৪৯৮
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : ল' রিসার্চ সেন্টার

কম্পোজ : ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Muhammad Nazrul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 380/B, Mirpur Road (Lalmatia), Dhaka-1209, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

শাহ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রফেসর ড. মোঃ ইশারাত আলী মোল্লা
আরবি ও ফার্সি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

পারিবারিক অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামী দিকনির্দেশনা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ৯
কাজী ফারজানা আফরিন

বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার লাভ : একটি ফিকহী পর্যালোচনা ৩৯
মোঃ মিকদাদ সিদ্দিকী
মোঃ শফিকুল ইসলাম

অলঙ্কারের জন্য অঙ্গচ্ছেদন: ইসলামী শরীয়ার আলোকে একটি পর্যালোচনা ৬৫
আব্দুল্লাহ যোবায়ের

সমকামিতা : প্রকৃতি, পরিণাম ও শাস্তি ৮৫
মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান

পারিবারিক মূল্যবোধ বিকাশে ইসলামি নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব: অভিভাবকের করণীয় ১০৭
মোঃ জমির উদ্দিন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আল-হামদুলিল্লাহ! ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৬০ তম সংখ্যাটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে জার্নালটির ১৫তম বর্ষ পূর্তি হলো। বাংলা ভাষায় ইসলামী আইন গবেষণার দীর্ঘ ১৫ বছর নিয়মিত প্রকাশিত জার্নাল হিসেবে 'ইসলামী আইন ও বিচার' এর সবচেয়ে বড় অর্জন বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষাবিদ, আইনবিদ, অধ্যাপক ও গবেষকগণের মধ্যে মাতৃভাষায় ইসলামী আইন গবেষণার প্রেষণা তৈরি। যার ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত ইসলামের আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ইসলামী সমাধান সম্বলিত সাড়ে তিন শত গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশের শুরুতে জার্নালে অনুবাদ প্রবন্ধ স্থান পেলেও বর্তমানে শুধুমাত্র বাংলা ভাষাভাষি গবেষকগণের মৌলিক রচনাই স্থান পায়। এছাড়াও বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গবেষকগণের প্রবন্ধ প্রেরণের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ দীর্ঘ সময়কালে প্রবন্ধকার, সম্পাদক, সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ও উপদেষ্টা হিসেবে জার্নালটির সাথে যুক্ত হয়েছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ, গবেষক ও আইনবিদগণ। যারা বাংলা ভাষায় ইসলামী আইন গবেষণাকে কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে 'ইসলামী আইন ও বিচার' বাংলাদেশের অধিকাংশ সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা জার্নাল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে এতে প্রকাশিত প্রবন্ধ শিক্ষকগণের পদোন্নতি, এমফিল ও পিএইচডির প্রাকযোগ্যতা অর্জন, এমফিল থেকে পিএইচডিতে উন্নীতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। জার্নালটি বাংলা ভাষার একমাত্র জার্নাল হিসেবে বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগের সর্ববৃহৎ সার্চইঞ্জিন গুগল পরিচালিত গুগল স্কলার, ইউনেস্কোর অধিভুক্ত কমনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন সেক্টর এবং ISSN ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের যৌথ পরিচালিত ROAD, the Directory of Open Access scholarly Resources ডাটাবেজ এবং পোল্যান্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক জার্নাল রেটিং প্রতিষ্ঠান Index Copernicus এর ICI Journals Master List এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ স্বীকৃতির মাধ্যমে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নাল আন্তর্জাতিক মানে আরও একধাপ এগিয়ে গেল। গবেষণা মান আরও উন্নত ও আধুনিক করে ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রসিদ্ধ রেটিং প্রদানকারী সংস্থায় অন্তর্ভুক্তিতে জার্নালের এডিটোরিয়াল টিম সর্বদা সচেষ্ট।

ইসলামী আইন ও বিচারের এ সংখ্যায় পাঁচটি গবেষণা প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলো মূলত সামাজিক সমস্যা ও তার ইসলামী সমাধান নিয়ে রচিত। সবধরনের সমাজই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের এ বিষয়গুলো একটি সমাজের জন্য কতটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক মূলত তার উপরই নির্ভর করে পরিবর্তনশীল সমাজের ভবিষ্যৎ। তন্মধ্যে নেতিবাচক পরিবর্তনের প্রভাবের ধারাবাহিকতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের পারিবারিক বন্ধন, যা ক্রমেই ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন কারণে পরস্পরের প্রতি আস্থা এবং ভালোবাসা কমে যাওয়ায় পরিবারের সদস্যগণ অনাকাঙ্ক্ষিত বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। বাংলাদেশের মতো একটি ছোট্ট উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে, যেখানে পারিবারিক বন্ধন অন্যান্য প্রগতিশীল রাষ্ট্র অপেক্ষা মজবুত, সেখানেও সংঘটিত হচ্ছে পারিবারিক নির্যাতন। আবার বিভিন্ন কারণে সেই পারিবারিক নির্যাতন রূপ নিচ্ছে পারিবারিক অপরাধের কারণে। অথচ একটি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ যেই পরিবার সেই পরিবারের প্রতিটি মানুষের জন্য শান্তিপূর্ণ জীবন বিধানের পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে ইসলাম। "পারিবারিক অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামী দিকনির্দেশনা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধে এসব অনাকাঙ্ক্ষিত পারিবারিক অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করে এর প্রতিরোধে ইসলামী দিকনির্দেশনার গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে।

বন্ধক গুরুত্বপূর্ণ একটি সামাজিক প্রথা। আর বন্ধক-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বন্ধকী বস্তু। বন্ধকী বস্তু থেকে কে উপকার লাভ করবে- এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ঋণদাতা বা বন্ধকগ্রহীতার অনুমতিক্রমে বন্ধকদাতার জন্য বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ জায়েয বলে অধিকাংশ ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি ছাড়াও বন্ধকদাতার জন্য বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ জায়েয। বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ করতে পারবে কি-না? এ ব্যাপারেও মতবিরোধ করেছেন। অধিকাংশ ফকীহর মতে, বন্ধকদাতা অনুমতি দিলেও বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ জায়েয হবে না। কারণ, ঋণ যখন উপকার বয়ে আনে তখন সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়। কেউ বলেছেন, বন্ধকদাতার অনুমতিক্রমে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকী বস্তু থেকে উপকার লাভ করতে পারবে। বন্ধকী বস্তুর জন্য যদি বন্ধকগ্রহীতাকে খরচ করতে হয় তবে তার সেই পরিমাণই উপকার গ্রহণ জায়েয হবে সে যতটুকু খরচ করবে। বন্ধক সংক্রান্ত এসব বিষয়ের অবতারণা করে রচিত হয়েছে "বন্ধকী বস্তুর দ্বারা উপকার লাভ : একটি ফিকহী পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ।

অলঙ্কার পরিধানের জন্য বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিদ্র করা বহুকাল ধরে প্রচলিত একটি সামাজিক রীতি। ভৌগোলিক ও জাতিগত ভিন্নতার আলোকে অঙ্গ ছিদ্র করা ও অলঙ্কার পরার ধরন ভিন্ন ভিন্ন ছিল এবং এখনও তা আছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও নারীদের অলঙ্কার পরিধানের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেসব অলঙ্কারের ডিজাইন, আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন আসলেও অলঙ্কার পরিধানের রীতির কোনো পরিবর্তন আসেনি। মুসলিম সমাজে নারীগণ

এখনও অলঙ্কার পরিধানের জন্য সাধারণত নাক ও কান ছিদ্র করে থাকেন। অন্যদিকে ভিন্ন ধর্মের সমাজে নাক-কান ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিদ্র করার প্রচলন রয়েছে। এমনকি সেসব সমাজের পুরুষরাও সৌন্দর্যচর্চার অংশ হিসেবে নাক-কান ছিদ্র করে থাকেন। তাদের দেখাদেখি বর্তমানে মুসলিম নারী-পুরুষদের মাঝেও এ প্রবণতা ছড়িয়ে পড়েছে। "অলঙ্কারের জন্য অঙ্গচ্ছেদন: ইসলামী শরীয়ার আলোকে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে অলঙ্কারের জন্য অঙ্গচ্ছেদনের বিধান আলোচনা করা হয়েছে।

যুগে যুগে সামাজিক অধঃপতনের আরেক দৃষ্টান্ত সমকামিতা। বরং সমকামিতা একটি চরম ঘৃণিত সামাজিক অপরাধ। এর দ্বারা সমাজে নৈতিক বিপর্যয়, পারিবারিক ভাঙ্গন এবং চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। সমকামিতা পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির কাছে অত্যন্ত কদর্য ও ঘৃণিত কাজ হিসেবে স্বীকৃত হলেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যসহ গোটা পৃথিবীতে আজ সমকামিতার প্রাদুর্ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। জীবনযাপনের স্বাভাবিক ছন্দ যাদের অপছন্দ এবং সব ব্যাপারেই নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করে, যারা পৈশাচিক আনন্দ লাভে অভ্যস্ত সমকামিতা তাদেরই আবিষ্কার, তাদেরই অবলম্বন। মানুষের মনুষ্যত্ব চরমভাবে লাঞ্ছিতকারী এ কদর্য, বীভৎস ও বদ-অভ্যাস আল্লাহ্‌র বিধানের দৃষ্টিতে কঠিন গুনাহের কাজ। এ সমকামিতার ধরন, এর পরিণাম ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর শাস্তি বর্ণনার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে "সমকামিতা : প্রকৃতি, পরিণাম ও শাস্তি" প্রবন্ধটি।

মানবজীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক পর্যায়ে কতগুলো নৈতিক বিধি-বিধান মেনে চলা দরকার। যার যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং অবক্ষয়রোধ সম্ভব। পরিবারের সকল সদস্য নৈতিক দিক দিয়ে ভালো হলেই একটি পরিবার স্থায়ীভাবে সুখী হতে পারে। নৈতিক দিক দিয়ে সুন্দর পরিবার গড়তে হলে দরকার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ভালো আচার-আচরণ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া। এক্ষেত্রে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্বও রয়েছে " পারিবারিক মূল্যবোধ বিকাশে ইসলামি নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব: অভিভাবকের করণীয়" শীর্ষক প্রবন্ধে এক্ষেত্রে অভিভাবকের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

এ সংখ্যায় প্রবন্ধগুলো থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন এবং অন্যান্য সংখ্যার মত এ সংখ্যাও সাদরে গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা রাখি। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক